ঈশ্বরের হাত!

ইয়োব ২:১-১০

আমরা যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলি, তখন আমরা কোন ঈশ্বরের কথা বলি? তিনি কি আমাদের রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও তত্ত্বাবধানকারী ঈশ্বর? না কি, তিনি আমাদের মনগড়া ঈশ্বর? কারণ, অনেক সময় আমরা এমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যার অস্তিত্ব কেবল আমাদের মনের মধ্যে। আমরা আমাদের কল্পনাকে ব্যবহার করে ঈশ্বরকে এমন আকার দিয়ে থাকি, যার দ্বারা আমরা তাঁকে ব্যবহার করে আমাদের ইচ্ছাকেই চরিতার্থ করি। খ্রীস্ট বিশ্বাসী তার নিজের পছন্দ মতো ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না; কিন্তু সেই একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যিনি নিজেকে তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রকাশ করলেও, বাইবেলের বাক্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাই, খ্রীস্ট বিশ্বাসীর বিশ্বাসের প্রাথমিক ভিত্তি হল, **"ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস,"** যিনি কেবল আমাদের **সৃষ্টিকর্তা** নন, কিন্তু আমাদের প্রতিটি বিষয়ে **নিয়ন্ত্রণকর্তা** বা **তত্ত্বাবধানকারী**ও বটে।

একজন ঘড়ির কারিগর সারাদিন ধরে ঘড়ি তৈরি করার পর, সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফেরার আগে ঘড়িটি দম দিয়ে চালিয়ে দিয়ে যান। তারপর, সপ্তাহে দুই বা তিনবার প্রয়োজন অনুসারে আবার দম দেন। ঈশ্বরকে কি আমরা এমন কারিগরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি? তিনি এই বিশ্বভূমণ্ডল সৃষ্টি করে, সমস্ত প্রয়োজন জুগিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়েছেন? এখন, তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি বিষয়কে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে? তারপর, তিনি তাঁর সময়-সুযোগ মতো মাঝে-মধ্যে এসে আমাদের খোঁজ-খবর নেন? না, আমরা যেন কখনও আমাদের ঈশ্বরকে এমন কারিগর হিসাবে ভুলেও চিন্তা না করি। কারণ, বাইবেলে তিনি নিজেকে এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন যে, এক মুহূর্তের জন্যও তিনি যদি আমাদের তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান *(providence)* থেকে দূরীভূত করতেন, তাহলে জগৎ ও তার সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাই, এথেন্সবাসীদের পৌল বলেছিলেন, ***"তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা"*** (প্রেরিত ১৭:২৮); আবার দাউদ বলেছেন, ***"তুমি নিজ মুখ আচ্ছাদন করলে তারা বিহ্বল হয়; তুমি তাদের নিঃশ্বাস হরণ করলে তারা মরে যায়; তাদের ধূলিতে ফিরে যায়"*** (গীত ১০৪:২৯; ইলীহূ-ইয়োব ৩৪:১৪-১৫)।

এই সত্যই ইয়োবের পুস্তকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই পুস্তকের শুরু থেকেই আমরা ইয়োবের জীবনে সেই ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি, যদিও ইয়োব মারাত্মক দুর্দশার পথ অতিক্রম করে চলেছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ঈশ্বর শয়তানকে ইয়োবের সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি, এমনকী পুত্র-কন্যাদেরও নিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, শয়তানের যুক্তি ছিল, ঈশ্বর যদি ইয়োবের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেন, তাহলে ইয়োব ঈশ্বরকে মুখের উপর জলাঞ্জলি দেবে। কিন্তু, ইয়োব তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরীক্ষার প্রথম ধাপে জয়লাভ করেছে। পশুধন, দাস-দাসী বা পুত্র-কন্যা হারিয়েও ইয়োব ঈশ্বরের প্রতি অবিবেচনার দোষারোপ না করে, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেও আমরা দেখতে পাই যে, ইয়োবের স্বাভাবিক জীবনের প্রতিকূলে ঈশ্বরই ঘটনার সূচনা করেছেন। ১:৬-১২ পদের ন্যায় ২:১-৬ পদেও, ইয়োবের প্রতি যে সমস্ত দুর্দশা ঘটেছিল, তার স্বর্গীয় পটভূমিকা দেখতে পাচ্ছি। এখানে আবার আমরা ইয়োব সম্বন্ধে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে আলোচনা দেখতে পাচ্ছি। ৩ পদে, ঈশ্বর শয়তানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, *"ভালো, এখন তুমি ইয়োবের সম্বন্ধে কী বলবে? অকারণে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে, তুমি আমাকে প্রবৃত্ত করেছিলে এবং আমি তা ঘটতে অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন কী বলবে? কারণ সমস্ত কিছু হারিয়েও, ইয়োব এখনও সিদ্ধ, সরল, ঈশ্বর-ভয়শীল ও কুকর্ম ত্যাগকারী। তুমি তাকে তার ঈশ্বর-ভক্তি থেকে এক ইঞ্চি ও সরাতে পারনি।"*

ঈশ্বরের এই কথা শুনে, শয়তান ইয়োবের বিশ্বাস-পরীক্ষায় শর্তের কিছু পরিবর্তন চাইল। ৪ পদে, শয়তান

"চর্মের জন্য চর্মের" কথা উল্লেখ করেছে। এর দ্বারা শয়তান কী বলতে চেয়েছে, তা উপলব্ধি করা খুব কঠিন। হয়তো, এই কথার দ্বারা শয়তান বলতে চেয়েছে, *"এখন পর্যন্ত ইয়োবের প্রতি যা করা হয়েছে, তাকে কেবল চর্মের গভীরতার (skin deep) সঙ্গে তুলনা করা যায়; ইয়োবের গায়ে কেবল আঁচড় কাটা হয়েছে। কিন্তু যদি ইয়োবের জীবনকে স্পর্শ করা হয় — তার হাড় ও মাংসকে স্পর্শ করা হয় — তাহলে, ইয়োব অবশ্যই ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবে।"* অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের মতো এখানেও শয়তানের যুক্তি এক — মূলত, মানুষ হল আত্মকেন্দ্রিক জীব; যখনই তার স্বার্থে কেউ আঘাত করে, তখনই সে গর্জে ওঠে। শয়তান বলতে চাইছে যে, ঈশ্বর যদি ইয়োবের শরীর বা স্বাস্থ্যের উপরও আঘাত করার অনুমতি দেন, তাহলে ইয়োব অবশ্যই ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবে।

৬ পদে, ইয়োবের অস্থি ও মাংসের উপর হস্তক্ষেপ করতে ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিলেন; কেবল ইয়োবের প্রাণকে রক্ষা করতে বললেন। এর দ্বারা, আবার শয়তানের ক্ষমতার সীমা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু, ঈশ্বরকে এমন অনুমতি দিতে দেখে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারি, তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভ দেখাতে পারি এবং এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আমরা শয়তানের যুক্তিকেই মেনে নিই। কিন্তু ইয়োব কী করেছিল? ইয়োবের কাছ থেকে আমরা কী শিখব?

ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েই শয়তান, ইয়োবের শরীর-স্বাস্থ্যকে আঘাত করতে পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা দিল; ইয়োবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুষ্ট স্ফোটকে পূর্ণ করল (৭ পদ)। একে অনেকে কুষ্ঠরোগ *(leprosy)* বলে থাকে; আবার অনেকে একে গোদ বা শ্লীপদও *(elephantiasis)* বলে থাকে, যা সারা শরীরকে কেবল ফোঁড়াতে পূর্ণ করা নয়, দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে ফুলিয়ে বিকৃত আকার দেয়। কুষ্ঠরোগীরা যেমন শহরের বাইরে, ছাইয়ের ঢিবিতে আশ্রয় নেয়, তখন ইয়োবও সেই ছাইয়ের উপর বসে ভাঙ্গা কলসীর একটা টুকরো দিয়ে ফোঁড়া থেকে পুঁজ পরিষ্কার করতে লাগল (৮ পদ)।

ইয়োবের অস্থি ও মাংসকে স্পর্শ করলেও শয়তান কিন্তু ইয়োবের ***"অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস"*** (আদি ২:২৩) অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীকে স্পর্শ করেনি। কারণ, ইয়োবের দুর্দশা এখনও শেষ হয়নি। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে, ইয়োব যার কাছ থেকে মানসিক সাহায্য আশা করতে পারত, সেই স্ত্রীও ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে আঘাত করল, ***"তুমি কি এখনও তোমার সিদ্ধতা রক্ষা করছ? ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণত্যাগ কর"*** (৯ পদ)। ইয়োবের এই পরিস্থিতি দেখে, ইয়োবের স্ত্রীর বিশ্বাস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। সে আর বিশ্বাস করতে পারছে না যে, ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন, আমাদের জন্য চিন্তা করেন বা তাঁর বিচার ন্যায্য। আমরা যেমন বিভিন্ন পরীক্ষার মুখে পড়ে করে থাকি, ইয়োবের স্ত্রীও ইয়োবের এই দুর্দশাকে সেই মিথ্যার পক্ষে প্রমাণ হিসাবে চিন্তা করছে যে, 'ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাকে ভুলে গেছেন, বাইবেলের সব কথা মিথ্যা'।

শয়তান ইয়োবকে দিয়ে যে কাজ করতে চাইছিল, ইয়োবের স্ত্রী প্রায় সেই কাজটিই করল, ***"ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণত্যাগ করা!"*** হবাকে ব্যবহার করে শয়তান যেমন আদমকে পাপে পতিত করেছিল, এখানে *স্ত্রীর দ্বারা মানসিক অত্যাচার তৈরি করে শয়তান ইয়োবের ঈশ্বর-ভক্তিকে টলাতে চেয়েছে*। স্ত্রী, ইয়োবকে দুটো কাজ করতে বলেছে,

(১) "তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দাও," এবং

(২) "আত্মহত্যা কর; কারণ তার দ্বারাই তুমি তোমার এই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবে।"

কিন্তু শয়তানের এই চক্রান্তের জালে ইয়োব পা দেয়নি। ১০ পদে, ইয়োব পুনরায় ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে তার স্ত্রীকে বলেছে, *"তুমি একটা বোকা স্ত্রী-লোকের মতো কথা বলছ। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি কেবল মঙ্গ লই নেব, অমঙ্গল নেব না?"* যথেষ্ট মার্জিত ভাষায় ইয়োব তার স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করেছে। এ পৃথিবীতে অনেক মানুষের মতো ইয়োবের স্ত্রীও মনে করে যে, সম্পত্তি বা স্বাস্থ্যই হল জীবনের অন্য নাম। কিন্তু ইয়োব যীশুর কথা প্রমাণ করেছে যে, ***"উপচে পড়লেও মানুষের সম্পত্তিতে তার জীবন হয় না"*** (লুক ১২:১৫)।

ইয়োবের স্ত্রীর মতো এ জগতে এমন অনেক লোক আছে, যারা মনে করে যে, জীবন যদি সুখদায়ক না হয়, তবে সেই জীবন-যাপন করে কোনও লাভ নেই। তাই,

সারা বিশ্ব জুড়ে আজ এত আত্মহত্যা ঘটে চলেছে। কিন্তু ইয়োবের পুস্তকের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দিতে চলেছেন, আমরা যেন এই মিথ্যাকে বিশ্বাস না করি। জীবন যখন সুখকর নয়, তখনও জীবন অনেক কিছুই আমাদের দিয়ে থাকে। যখন আমরা বিভিন্ন চাপের মধ্যে থাকি, যখন জীবন তেমন আনন্দের বিষয় নয়, তখন জীবন একই ভাবে মূল্যবান।

ইয়োব এ কথাই বলেছেন, ***"আমরা কি ঈশ্বরের হাত থেকে ভালো ও মন্দ, উভয় বিষয়ই গ্রহণ করব না?"*** এ কথার অর্থ, ঈশ্বর যখন আমাদের জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভালো বিষয় দেন, তখন আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করব; কিন্তু তিনি যদি কোনও কঠিন বা প্রতিকূল বিষয়ের অনুমতি দেন, তখন কি আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তাঁকে শাপ দেব? এই পৃথিবীর মাটিতে আমরা কেবল সুখ ভোগ করতে আসিনি। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দিয়ে থাকেন, তখন কেবল আমরা তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করব। কিন্তু যেই আমাদের পরিবেশ বা পরিস্থিতি প্রতিকূল হবে, তখনই যদি তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাই, ঈশ্বর-বিদ্বেষী হয়ে উঠি, মণ্ডলীতে আসা বন্ধ করে দিই, বাইবেল পাঠ বা প্রার্থনা বন্ধ করে দিই, তাহলে আমরা শয়তানের উদ্দেশ্যই পূর্ণ করব; আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরীক্ষায় হেরে যাব। কারণ এটাই হল শয়তানের যুক্তি এবং তা সফল করার জন্যই সে সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ইয়োব তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছে। ইয়োবের প্রতি ঈশ্বরের আস্থা সার্থক প্রমাণিত হয়েছে। ইয়োব, ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবার পরিবর্তে তার বিশ্বাসে স্থির থেকেছে। ইয়োবের প্রতি যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তার প্রেক্ষাপট যদিও আমরা জানি; ইয়োবের কাছে কিন্তু তা অজানা। ইয়োব তাঁর জীবনের প্রতি যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য কেবল ঈশ্বরের হাতই দেখতে পেয়েছে (১:২১; ২:১০)। কিন্তু, এর দ্বারা আমরা এই পুস্তকের সবথেকে বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি — ঈশ্বর সম্বন্ধে ইয়োব যা বিশ্বাস করত, সেগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। ইয়োব এমন জীবিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, যিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি যত্নশীল, যিনি ন্যায় বিচারক, করুণাময় ও উত্তম। তাহলে, ইয়োব কেন এমন দুর্দশা ভোগ করছে?

দুঃখ-দুর্দশাকে সাধারণ মানুষ প্রতিফল বা শাস্তি *(retribution)* হিসাবে চিন্তা করে। এই পুস্তকেও ইয়োবের ৩ বন্ধু ইলীফস, বিল্‌দদ ও সোফর এ কথাই ইয়োবকে শুনিয়েছে — ***"যদি তুমি পাপ কর, তাহলে তোমাকে কষ্টভোগ করতে হবে।"*** এখন, এ কথার পিছনে নিঃসন্দেহে কিছু সত্য আছে। বাইবেলে এর বিভিন্ন উল্লেখ আমরা পাই (২বিব ২৮; হিতো ২:৩৩)। কিন্তু ইয়োবের বন্ধু, তথা আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে থাকি, একে ঘুরিয়ে বলি — ***"যদি তুমি কষ্টভোগ কর, তাহলে অবশ্যই তুমি পাপ করেছ।"*** অর্থাৎ সমস্ত দুঃখ ভোগকেই পাপের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ইয়োব পুস্তক এই ধরনের ভুল যুক্তিকে খণ্ডন করেছে। ইয়োবের দুঃখ ভোগের জন্য তাঁর পাপ যে দায়ী নয়, তা এই পুস্তকের প্রথম থেকেই তুলে ধরা হয়েছে। যোহন ৯ অধ্যায়ের জন্মান্ধের মতোই ইয়োবের এই দুঃখ ভোগের কারণ সম্বন্ধে যীশু একই উত্তর দেবেন, ***"পাপ এ করেছে বা এর বাবা-মা করেছে, তা নয়; কিন্তু এই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের কাজ যেন প্রকাশিত হয়, তাই এমন হয়েছে"*** (যোহন ৯:৩)। ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত সন্তানের দুঃখ ভোগের মাধ্যমেও গৌরবান্বিত হন।

ইয়োব শয়তানের যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে, এমন দুর্দশার মধ্যেও ঈশ্বরের গৌরব করেছে। ইয়োব জানত ও বিশ্বাস করত যে, ***"ঈশ্বর তাঁর মনোনীতদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে সাধন করেন"*** (রোমীয় ৮:২৮)। তাই, তাঁর হাত থেকে আমরা যখন আমাদের চিন্তায় মন্দ, এমন কোনও বিষয় পাই, তখন আমাদের দায়িত্ব, আমরা যেন তা ধৈর্য সহকারে বহন করি। কারণ, তিনি কখনও কোনও ভুল করেন না (ইয়োব ৩৬:২২-২৩)। এমনকী তিনি যখন আমাদের প্রতিকূলে শয়তানকে পর্যন্ত অনুমতি দেন, তখনও তিনি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ করে থাকেন, যা হল, তাঁর গৌরব ও আমাদের পরিত্রাণ। তাই, ঈশ্বরের পরাক্রমের হাতে আমরা সর্বদা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আপনি কি আপনার জীবনের তাঁর পরাক্রমের হাতকে স্বীকার করেন?